



## ‘মুক্ত-মনা প্রকাশনী’: মুক্ত-মনার পরবর্তী মাহাত্মী পদক্ষেপ

প্রতিটি সংগঠনেরই বাইরের জগতের কাছে নিজেদেরকে তুলে ধরার একটি সুপ্ত আগ্রহ থাকে। ‘মুক্ত-মনা’ও এর ব্যতিক্রম নয়। ‘মুক্ত-মনা’ মূলতঃ বাঙ্গালী ও দক্ষিণ এশীয় মুক্তচিন্তক, যুক্তিবাদী এবং মানবতাবাদীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত অলাভজনক এবং অরাজনৈতিক\* আলোচনা চক্র। মুক্ত-মনা আমাদের বর্তমান সমাজে বিদ্যমান অদৃষ্টবাদ, ভাববাদ আর বিশ্বাস নির্ভর লাগাতার প্রকাশনা আর প্রচারণার বিপরীতে একটি বিজ্ঞান মনস্ক এবং যুক্তিবাদী ধারা প্রবর্তনে বদ্ধ পরিকর। ‘মুক্ত-মনা প্রকাশনী’র আশু আত্মপ্রকাশ তাই শতাব্দী প্রাচীণ ভাববাদী দর্শনের বিপরীতে, আজন্ম লালিত ধর্মীয় ও সামাজিক নিবর্তনমূলক সকল অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে। ২০০১ সালের ২৬ শে মে তারিখে আলোচনাচক্রের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের পর থেকেই মুক্ত-মনা মানবমনের বৌদ্ধিক বিকাশকল্পে যুক্তি-বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাচেতনার উপরে গুরুত্বপ্রদানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই ধারার সাথে পুরোপুরি সঙ্গতি রেখে ‘মুক্ত-মনা প্রকাশনী’ আমাদের দেশের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক-ধর্মীয়-রাজনৈতিক অবকাঠামো এবং ক্রমভঙ্গুর শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য রইবে নিবেদিতপ্রাণ; আর শ্রদ্ধাশীল রইবে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, মুক্তচিন্তা, নারী-পুরুষে সমানাধিকার সহ মানব নির্দেশিত কল্যাণমুখী পার্থিব আইন কানুন ও বিধি ব্যবস্থার উপর।

মুক্ত-মনা প্রকাশনীর অভ্যুদয়ের মাধ্যমে ‘মুক্ত-মনা’ তার দীর্ঘদিনের একটি অসমাপ্ত সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে পরিচালনা করতে উন্মুখ, যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন আক্ষরিক অর্থেই হয়ে উঠবে ‘চেতনামুক্তির’ লড়াই - যার মাধ্যমে জন চেতনাকে পার্থিব সমাজমুখী করে তোলা, প্রতিটি শোষণ ও বঞ্চনার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা সম্ভব। মুক্ত-মনার পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বাতাবরণ তৈরীতে বিগত বছরগুলোতে অতিমাত্রায় জোর দেওয়া হয়েছিল তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক মন-মানসিকতা গঠনের উপর। মুক্ত-মনা মনে করে, বিজ্ঞানমনস্ক মন-মানসিকতা এমনি এমনি গড়ে ওঠে না, বরং মানসিকতা গড়ে ওঠে যুক্তির পথ ধরে,

নিরন্তর এবং ব্যাপক বিচার-বিতর্কের পথ ধরে। আজ ইন্টারনেটের কল্যাণে বিশ্বাস এবং যুক্তির সরাসরি সংঘাতের ভিত্তিতে যে সামাজিক আন্দোলন বিভিন্ন ফোরামগুলোতে ধীরে ধীরে দানা বাঁধছে, তা মুক্ত-মনারা মনে করে প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ-চার্বাকদের লড়াইয়ের মত বিশ্বাস ও যুক্তির দ্বন্দ্বেরই একটি বর্ধিত, অগ্রসর ও প্রায়োগিক রূপ। এ এক অভিনব সাংস্কৃতিক আন্দোলন, বাঙ্গালীর এক নবজাগরণ যেন। গত কয়েক বছরে স্বচ্ছ চিন্তাচেতনা সম্পন্ন মুক্ত-মনা যুক্তিবাদীদের বিশাল উত্থান ঘটেছে বিভিন্ন ফোরাম এবং আলোচনাচক্রে, যা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যমে সম্ভব ছিল না মোটেই। জনগণের মধ্যে বিভিন্ন মত থাকা খুবই স্বাভাবিক এবং বিভিন্ন মতামতের দ্বন্দ্ব প্রয়োজনীয়, উপকারী এবং অনিবার্য। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণবিহীন স্বচ্ছ এবং সুস্থ বিতর্কের অবকাশ সৃষ্টি হলে জনগণের মধ্যে মুক্তচিন্তা ও যুক্তিবোধের উপর আকর্ষণ বাড়বে এবং মিথ্যা বিশ্বাস পরিত্যাগ করে তারা যুক্তিনিষ্ঠ হয়ে উঠবে ক্রমান্বয়ে। যুক্তিনিষ্ঠ মন-মানসিকতাই অবশেষে জনগণকে পরিচালিত করবে আধ্যাত্মবাদ পরিত্যাগ করে মানবমুখী সমাজ বিনির্মাণে, সামিল করবে বঞ্চনা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সংগ্রামে। ‘মুক্ত-মনা প্রকাশনী’ তার সদস্যদের প্রায় ক্ষেত্রেই ‘শাখের তর্ক-বিতর্ক’কে ভিন্নমাত্রায় উত্তোরিত করে জনচেতনাকে একটি সঠিক পথ দেখাতে এই মুহূর্তে উন্মুখ।

‘মুক্ত-মনা’ যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ এবং মুক্তচিন্তা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা রাখা প্রগতিশীল ওয়েব-ভিত্তিক ফোরাম হিসেবে ইতিমধ্যেই পাঠক সমাজে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে। সময় এসেছে আমাদের একনিষ্ঠ প্রয়াসকে দেশের সাধারণ মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেবার। মুক্ত-মনা প্রকাশনীর মাধ্যমে আমরা আমাদের স্বাভাবিক্যকে, আমাদের সংশয়কে, আমাদের আদর্শকে, আমাদের মূল্যবোধকে এবং আমাদের আন্দোলনকে সার্বিকভাবে জনসাধারণের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে চাই। বাংলায় ভিন্নধর্মী পুস্তক প্রকাশনার উদ্যোগ নিঃসন্দেহে মুক্ত-মনার ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাধারা দেশের সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী পদক্ষেপ হয়ে উঠবে। আমাদের এ নতুন উদ্যোগ বাঙ্গালী প্রথাবিরোধী, ফ্রি থিন্কার, ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদীদের শুধু নয়, সেই সাথে আকৃষ্ট করবে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা সেই সকল নতুন মুক্ত-মনা পাঠকদের যারা ইন্টারনেটের সুযোগ থেকে এখনো বঞ্চিত।

আমরা সত্যই মনে করি বাংলাদেশের মত দেশগুলোতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে পরমতসহিষ্ণু, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী, এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় দীক্ষিত মানব-সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে আমরা একা নই। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা অনেক সমমনা সংগঠন রয়েছে যাঁরা আমাদের সম্পর্কে হয়ত ওয়াকিবহাল নন, আবার হয়ত আমরাও তাঁদের অস্তিত্ব সম্পর্কে থেকে যাচ্ছি অজ্ঞাত। ‘মুক্ত-মনা প্রকাশনী’ তাঁর নতুন প্রকাশনার আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে সেই ফাঁক পূরণ করে একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে।

## লেখকদের\*\* জন্য নির্দেশমালাঃ

‘মুক্ত-মনা প্রকাশনী’ যে কোন ধরনের প্রগতিশীল, বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারার সাথে সম্পর্কযুক্ত রচনাকে স্বাগত জানাচ্ছে। প্রকাশিত সকল লেখাই মুক্ত-মনার (একটি অলাভজনক মানবতাবাদী সংগঠনের) সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে। সুস্পষ্টভাবে কোথাও উল্লিখিত না থাকলে লেখকরা কোন পারিশ্রমিক দাবী করতে পারবেন না। বিশেষজ্ঞ কিংবা অবিশেষজ্ঞ সকল পেশার পাঠক, গবেষক, ছাত্র, নারী কিংবা তরুণ সমাজ মুক্ত-মনার অতীষ্ট লেখক হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন।

‘মুক্ত-মনা প্রকাশনী’র জন্য শুধুমাত্র সে সমস্ত ‘মৌলিক’ রচনাই বিবেচিত হবে যা পূর্বে কোথাও ছাপার হরফে প্রকাশিত হয়নি। লেখকেরা প্রাথমিক নির্বাচন ও বিবেচনার জন্য মুক্ত-মনা ফোরামে ([mukto-mona@yahooogroups.com](mailto:mukto-mona@yahooogroups.com)) তাঁদের প্রবন্ধ পাঠাবেন। তাঁরা তাঁদের প্রকাশিতব্য রচনার পান্ডুলিপি মুক্ত-মনা প্রকাশনীর নির্দেশাবলী অনুযায়ী তৈরী করবেন।

প্রকাশনার জন্য প্রেরিত রচনা অবশ্যই পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ডের দ্বারা নির্বাচিত হতে হবে। নির্বাচনী বোর্ডে সদস্য চয়ন করা হবে সদস্যদের বিষয়গত জ্ঞান, বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার উপর নির্ভর করে। নির্বাচিত রচনা নিরীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য সম্পাদনা মন্ডলীর নিকট প্রেরিত হবে এবং প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হওয়ার জন্য অনধিক তিন মাস পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন শেষে সম্পাদক রচনাটির ব্যাপারে সর্বশেষ মতামত লেখককে জ্ঞাত করবেন।

## সম্পাদনা সম্পর্কিত শর্তাবলীঃ

লেখক স্বচ্ছতা, সরলতা ও সাবলীলতা বজায় রেখে তাঁর লেখা লিখবেন। আশা করা হচ্ছে যে, একজন লেখক একটি বাগাড়ম্বরপূর্ণ রচনা তৈরীর চেয়ে পাঠকপ্রিয়তা এবং বোধগম্যতার দিকে অধিকতর গুরুত্ব দিবেন। লেখক তাঁর লেখা লিখবেন মূলতঃ প্রগতিশীল সাধারণ পাঠকের কথা মাথায় রেখে। তিনি তাঁর আগ্রহ ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে মুক্ত-মনার ভাবধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যে কোন বিষয় নির্ধারণ করতে পারেন।

যে সমস্ত লেখকেরা শিশু-কিশোরদের জন্য কিছু লিখতে ইচ্ছুক, তাঁদের জন্য ভাষার সাবলীলতা ও সরলতা একটি অত্যাৱশ্যকীয় শর্ত। লেখা হতে পারে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, সাহিত্য, বিজ্ঞান কিংবা অন্য যে কোন আকর্ষণীয় বিষয়াদির উপর। বিশ্বের বিখ্যাত বিজ্ঞানী, সমাজ সংস্কারক, লেখক ও দার্শনিকদের মতবাদ এবং তাদের ধর্মনিরপেক্ষ,

আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আমাদের শিশু-কিশোরদের পরিচয় করিয়ে দেবার ক্ষেত্রে লেখক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন। লেখক অবশ্যই আকর্ষণাত্মক ভাষা কিংবা জটিল বাক্যবিন্যাস পরিহার করে শিশু-কিশোরদের উপযোগী করে তাঁর লেখা লিখবেন। ছবির ব্যবহার ঐচ্ছিক, তবে এ ধরনের লেখায় সব সময়ই তা ‘আকর্ষণীয় সংযোজন’ হিসেবে বিবেচিত হবে।

‘মুক্ত-মনা প্রকাশনী’র জন্য প্রেরিত রচনা বিবেচিত হবে তার মৌলিকত্ব, স্বচ্ছতা, মর্মার্থ, প্রাসঙ্গিকতা, প্রামাণিক নির্ভরতা প্রভৃতির উপর লক্ষ্য রেখে। লেখক তাঁর রচনায় সন্নিবেশিত করতে পারেন প্রবন্ধ, বিখ্যাত যুক্তিবাদী/লেখক/বৈজ্ঞানিক/দার্শনিকদের জীবনী, বিশেষ মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা, ছোটগল্প ইত্যাদি এবং তাঁর লেখার উপকরণ তিনি পেতে পারেন মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ, ইহজাগতিকতা (ধর্মনিরপেক্ষতা), বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থতা, ধর্মের অপপ্রয়োগ, দর্শন, নৃতত্ত্ব, মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ সহ আরো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি থেকে।

প্রকাশিতব্য রচনা অবশ্যই হতে হবে যথাযথ, বিষয়মুখী এবং সর্বপোষী সমালোচনামূলক। লেখক উপরে উল্লেখিত বিষয়ের যে কোনটিকে চয়ন করে প্রাসঙ্গিকভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে বলিষ্ঠ যুক্তিসহকারে ক্রমান্বয়ে রচনা বিন্যস্ত করে তুলবেন যেন স্বচ্ছ চিন্তা-চেতনা সম্পন্ন নিরপেক্ষ পাঠকেরা বেশীমাত্রায় আকৃষ্ট ও প্রভাবিত হয়।

সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন, উত্তেজক ভাষায় পরিপূর্ণ কিংবা বিদ্বেষমূলক ভঙ্গিতে লিখিত প্রবন্ধসমূহ কোনভাবেই মুক্ত-মনায় প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না। মনে রাখতে হবে যে, লেখকের গ্রহণযোগ্যতা বহুলাংশেই নির্ভর করবে সুসম প্রকাশভঙ্গির উপর। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, আমরা লেখককে তার দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে আবেগময় হতে নিরুৎসাহিত করছি, বরং সাধারণ কান্ডজ্ঞান এবং ভদ্রজনোচিত আচরন অগ্রগণ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

পান্ডুলিপি পুনঃনিরীক্ষার পর অনতিবিলম্বে পুনরায় লেখকের কাছে পাঠানো হবে। সংশোধিত পান্ডুলিপি ১৪ দিনের মধ্যে সম্পাদকের নিকট প্রত্যর্পণ করতে হবে। আশা করা হচ্ছে লেখক শুধুমাত্র প্রদত্ত সংশোধনীর উপর গুরুত্ব দিবেন এবং অন্য সকল পরিবর্ধন, মানোন্নয়ন যথাসম্ভব পরিমিতির মধ্যে রাখবেন।

অন্য সকল প্রকাশনীর মতই ‘মুক্ত-মনা প্রকাশনী’ প্রাপ্ত সকল রচনা প্রকাশের পূর্ণ নিশ্চয়তা দেয় না; বরং নিশ্চয়তা দেয় পূর্ণ মনোযোগ ও সুবিবেচনার। অন্যথা না হলে, প্রকাশনার সমস্ত কপি রাইট মুক্ত-মনার নিকট স্থানান্তরিত হবে।

## প্রবন্ধ প্রেরণের শর্তাবলীঃ

লেখা বিবেচিত হলে প্রকাশকের নীতিমালা এবং সর্বশেষ সংশোধিত পান্ডুলিপি লেখকের কাছে প্রেরিত হবে। ছাপানো কাগজে সেই রচনার দু'কপি সম্পাদকের ঠিকানায় পাঠানোর পাশাপাশি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমেও পান্ডুলিপি প্রেরণেও লেখকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে।

প্রেরিত নিবন্ধে লেখকের ঠিকানা, ফোন নম্বর, ই-মেইল স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত থাকতে হবে এবং নিবন্ধ সরাসরি **মুক্ত-মনা প্রকাশনী**র ঠিকানায় (নীচে প্রদত্ত) পাঠাতে হবে। প্রবন্ধ পাঠাতে হবে ৮-<sup>১</sup>/<sub>২</sub> X ১১ ইঞ্চি মাপের কাগজে ছাপিয়ে। সেই সাথে ৩-<sup>১</sup>/<sub>২</sub> ইঞ্চি মাপের ফ্লপি ডিস্কে অথবা সিডি-রমে (CD-ROM) কপি করে এ মাইক্রোসফট ওয়ার্ড (MS-WORD) ফরম্যাট, প্লেইন টেক্সট (আসকি পিসি), পিডিএফ (PDF) অথবা এইচটিএমএল (HTML, ইংরেজী রচনার ক্ষেত্রে) ফরম্যাটে সম্পাদকের নিকট পাঠানোর জন্য লেখককে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রবন্ধ প্রেরণের সর্বশেষ আনুষ্ঠানিকতা মুক্ত-মনার পক্ষ থেকে সম্পাদকের সাথে অগ্রিম আয়োজনের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হবে।

ছবি এবং গ্রাফ উৎকৃষ্ট ক্যামেরা রেডী আকারে অথবা যে কোন প্রচলিত ইলেকট্রনিক গ্রাফিক ফরম্যাটে পাঠাতে হবে। মসৃণ ও ঝকঝকে অথবা অমসৃণ কাগজে ছবি ছাপানো যেতে পারে; ইলেকট্রনিক ছবির ক্ষেত্রে এর ঔজ্জ্বল্য সম্পাদকের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে হবে। ছবি হতে পারে সাদা-কালো কিংবা রঙীন। ছবির আকার একটি ফ্লপি ডিস্কের আয়তনকে অতিক্রম করে গেলে সিডি রমে কপি করে পাঠানো যেতে পারে অথবা জিপ (Zip) করে সম্পাদকের কাছে ইমেইল করা যেতে পারে।

---

*\* মুক্ত-মনা সামগ্রীকভাবে একটি অরাজনৈতিক মাধ্যম। কিন্তু এটি পরিস্কারভাবে বলা প্রয়োজন যে, আমরা রাজনৈতিকভাবে অসচেতন নই। লেখকদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও প্রজ্ঞা সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে বলে মুক্ত-মনা বিশ্বাস করে। আমরা দেশ বা দেশের বাইরের কোন রাজনৈতিক দলের (ডান কিংবা বাম) সাথে সম্পৃক্ত নই; কিন্তু তার মানে এই নয় যে, কোন সাম্প্রদায়িক, আগ্রাসী, হীনমন্য এবং অমানবিক কুটনৈতিক, রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক কোন কর্মকান্ডকে মুক্ত-মনা কখনও নিরবে সমর্থন করবে, অথবা প্রতিবাদ করা থেকে বিরত থাকবে।*

*\*\* ‘লেখক’ শব্দটি পুংবাচক ও স্ত্রীবাচক উভয় অর্থে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।*

---

## মুক্ত-মনা সম্পাদনা কমিটি

সমন্বয়কারীঃ অভিজিৎ রায়

নির্বাচক মন্ডলীঃ ফতেমোল্লা, জাহেদ আহমেদ, ডঃ অজয় রায়, বন্যা আহমেদ, ডঃ আলমগীর হোসেন, ডঃ সাকিবর আহমেদ

ওয়েব এবং প্রকাশনা অনুসঙ্গীঃ ডঃ অজয় রায়, কিসান, অ্যালেন লেভিন, আবুল কাশেম, স্বপন বিশ্বাস, হিউম্যানিস্ট হুমায়ুন, আর্নেস্টো চেগুয়েভারা।

কোষাধ্যক্ষঃ অভিজিৎ রায়, ডঃ আলমগীর হোসেন

ই-মেইলঃ

1. [fatemolla@hotmail.com](mailto:fatemolla@hotmail.com)
2. [avijit@mukto-mona.com](mailto:avijit@mukto-mona.com)
3. [mm\\_publication@yahoo.com](mailto:mm_publication@yahoo.com)
4. [mukto-mona@yahoogroups.com](mailto:mukto-mona@yahoogroups.com)

পত্রযোগে ছাপানো কপি সম্পাদকের দপ্তরে পাঠানোর ঠিকানা লেখকের সাথে প্রাথমিক যোগাযোগ সম্পন্ন হবার পর প্রদত্ত হবে।

**Support This Site**